দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ৩......

NOV. 02 2002

শিক্ষক হত্যার পেছনে ছাত্র

দেশে উঠতি বয়সী তরুণদের মধ্যে মারাত্মক প্রতিহিংসাপরায়ণতা বৃদ্ধি পাওয়ার আরও একটি ভয়াবহতম নজির হলো সম্প্রতি সংঘটিত ঢাকার স্বনামধন্য স্কুল সরকারী ল্যাবরেটরী স্কুলের ইংরেজীর তরুণ শিক্ষক স্বপন কুমার গোস্বামীর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড। তার হত্যার পেছনে সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধের প্রচারণাকে নস্যাৎ করে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে চাঞ্চল্যকর কাহিনী। জানা গেছে, তার সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের মূল নায়ক হচ্ছে ঐ স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় নকলের দায়ে বহিষ্কৃত এবং ইংরেজী বিষয়ে অনুত্তীর্ণ দুই ছাত্র। শিক্ষকের শাসন ও দণ্ড ঐ দুর্জন ছাত্রদ্বয়ের অন্তরে হিংসা উন্মত্ত প্রতিশোধস্পৃহার জন্ম দেয় এবং তাদের হত্যা পরিকল্পনা তারা নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করে। এ ঘটনা সমস্ত বিবেকবান ও সমাজ কল্যাণকামী দেশবাসীকে বিমূঢ় করে দিয়েছে।

অত্যন্ত নিন্দনীয় এ ঘটনা স্কুলের কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলাকে ভেঙ্গে দিয়ে ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে ভীতিপ্রদ সম্পর্ক সৃষ্টির আশংকা জাগ্রত করেছে, যাতে শংকিত না হয়ে উপায় নেই। কালের পরিক্রমায় সন্তানদের ওপর পিতা-মাতার 'শাসন' শব্দটি প্রায় বিলুপ্ত। 'ছাত্রকে মানুষ' হিসেবে গড়ে তোলার ভার যাদের ওপর ন্যস্ত তাদের শাসনও উদ্ভূত, উগ্র ছাত্রদের কাছেও অসহ্য। যার পরিণতি ভোগ করতে হল একজন শিক্ষককে। 'শিক্ষক পিতৃতুল্য'- এই বাক্যকে অসাড় প্রমাণিত করা হলো। যে সরকারী কর্মকর্তার পুত্র এক লাখ টাকা ও লাইসেন্সকৃত অস্ত্র আলমারী থেকে সরাতে পারে, সে কর্মকর্তার সততাও প্রশ্নের সম্মুখীন। তার দু'টি অস্ত্র রাখার প্রয়োজনীয়তা ও ঘরে এত টাকা রাখার মত সামর্থ্যের উৎসই বা কি?

একথা অনস্বীকার্য যে, উঠতি বয়সী তরুণদের মধ্যে একটি শ্রেণী সমাজে 'দুষ্টক্ষত' হিসেবে বেড়ে উঠছে। চাঁদাবাজি, রাহাজানি, ছিনতাই, অপহরণ ও হত্যার নিখুঁত পরিকল্পনাকারী ও সম্পাদনকারী হিসেবে এরা দক্ষ। এ শিক্ষা তারা একদিনে পাচ্ছে না। আরও লক্ষণীয় বিষয় যে, উচ্চ শিক্ষিত, পদস্থ এমনকি অভিজাত পরিবারের সন্তানরাও এ ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে। এক্ষেত্রে সরকারী ল্যাবরেটরী স্কুলের মত স্বনামখ্যাত স্কুলের ছাত্রদের দ্বারা সংঘটিত ঘটনা ব্যতিক্রম হলেও এটা সামাজিক অধঃপতনেরই নমুনা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সরকারী ল্যাবরেটরী স্কুলে স্বল্পসংখ্যক সীটে চূড়ান্ত ভর্তি পরীক্ষায় মেধাবী ছাত্রেরই ভর্তি হবার কথা।

কিছু ছাত্র উপরের চাপের ফলে ভর্তি হতে পারে এবং এরাই পরবর্তীতে টিকে থাকতে পারে না। ঢাকার নামকরা স্কুলগুলোতে ভর্তির জন্য পিতা-মাতারা এত লালায়িত থাকে যে, তারা অন্য স্কুল থেকে থ্রি-ফোরের বাচ্চা ছাড়িয়ে এনে বয়স কমিয়ে ক্লাস ওয়ানে ভর্তি করে। ফলে বেশী বয়স্ক হওয়ার জন্য তাদের মনো-দৈহিক পরিবর্তন ঘটে এবং তাদের লেখাপড়া থেকে মন সরে অন্যত্র অভিনিবিষ্ট হতে দেখা যায়। উঠতি বয়সী তরুণ ও তরুণ সমাজের জন্য আজ নষ্ট হওয়ার বিভিন্ন রসদও যথেষ্ট হাতের কাছে এমনকি ঘরেও মজুদ থাকে। নানা প্রকার হিংস্র ও প্রতিশোধ উন্মত্ত নাটক-সিনেমা এবং সামাজিক, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তাদের উৎসাহিত করছে এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। অভিভাবকের নৈতিকতা হীনতাকে প্রশ্রয়দানের ঘটনাও তাদের অধঃপতনের পথ করে দেয়। কুসংসর্গ, খারাপ বন্ধু, সমাজে চরম বিশৃঙ্খলা থেকেও তাদের স্বাভাবিক মানবিক বিকাশ বন্ধ হয়ে তারা তাড়িত হচ্ছে নরপশুতে। সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, ঢাকায় উঠতি বয়সী তরুণদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা ভয়াবহ। হত্যা, সন্ত্রাস ও নারী নির্যাতনে এদের উপস্থিতি আশংকাজনক।

ছাত্রদের ভবিষ্যতের জন্যই শাসন প্রয়োজন। তবে এদেশের স্কুলগুলোতে বেত্রাঘাত ও অন্যান্য শাস্তি তুলে দেয়া হয়েছে। মৃদু শাস্তি বাদে তাদের আজকাল নিল ডাউন বা রৌদ্রে দাঁড়িয়ে থাকার মত শাস্তিও পেতে হয় না। ছাত্ররা লেখাপড়া না করে উত্তীর্ণ হবে বা স্কুলের পরীক্ষায় নকল করার সুযোগ গ্রহণ করবে। এটা একেবারেই অযৌক্তিক, নিয়ম-শৃঙ্খলাবিরোধী কাজ। এ অন্যায় কোন স্কুল কর্তৃপক্ষ ও উপযুক্ত শিক্ষকই মেনে নিতে পারেন না। শিক্ষক স্বপন কুমার গোস্বামীকে যারা হত্যা করিয়েছে তারা মানসিকভাবে পাকা অপরাধী- কাজেই এ ব্যাপারে উপযুক্ত শাস্তি তাদের প্রাপ্য।